সাফল্যের অগ্রযাত্রায়
১৫ বছর
২০০৯–২০২৩

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্যের অগ্রযাত্রায়
১৫ বছর
২০০৯–২০২৩

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্যের
অগ্রযাত্রায়
১৫ বছর
২০০৯–২০২৩

উপদেষ্টা

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

- জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — আহ্বায়ক
- জনাব কবির আল আসাদ, যুগ্মসচিব (সংস্থাপন অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব (আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- মোছাঃ হাজেরা খাতুন, যুগ্মসচিব (শ্রম অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- ড. এ কে এম আজাদুর রহমান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব বিমলেন্দু ভৌমিক, উপসচিব (সেবা শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- খোন্দকার মোঃ নাজমুল হুদা শামিম, সিনিয়র সহকারী সচিব (আন্তর্জাতিক সংস্থা- ১, ২ ও ৪ শাখা) — সদস্য
- জনাব এস.এইচ.এম. মাগফুরুল হাসান আব্বাসী, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা ৩, ৪, ৫ ও ৬ শাখা) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব সুকান্ত বসাক, সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব এ.এস.এম. মেহরাব হোসেন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (আইসিটি সেল), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য
- জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী সচিব (সমন্বয় শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় — সদস্য সচিব

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
১৫ নভেম্বর, ২০২৩

প্রচ্ছদ
ফারুক আহমেদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তনয়া প্রধানমন্ত্রী জোতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে শ্রম খাতের উন্নয়নে ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে গৃহীত অসামান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর রাষ্ট্রদর্শনকে সামনে রেখে, সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের শ্রমজীবী মানুষ তথা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণে বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬ যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ও ২০২২ প্রণীত হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি, শিশুশ্রমের অবসান, শ্রমিকদের জন্য শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে জাতিসংঘ ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৬ সাল থেকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ দিবস' জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হচ্ছে।

গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য পৃথক পরামর্শ পরিষদ গঠন, শতভাগ রপ্তানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে যথাযথ পরিদর্শন ও নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হচ্ছে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের রপ্তানিমূল্যের ০.০৩%। বর্তমান সরকারের শাসনামলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ মেয়াদে দেশের ৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া গার্মেন্টস সেক্টরে ৯ বছরের মধ্যে চতুর্থবারের মতো নিম্নতম মজুরি ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত টাকা) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অর্থনীতির গতি বেগবান করাসহ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শোভন কর্মপরিবেশ ও টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০ এর আওতায় ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর ০৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কলকারখানাকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২০' প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি কেবল অর্জনের রেকর্ড নয়; এটি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। আমরা শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রমখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত ১৫ বছরের সাফল্য সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মপরিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনসহ বিবিধ বিষয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এসব তথ্যাদি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি।

দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাসমূহকে আস্থায় রেখে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ শ্রম আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথমবার ২০০৯ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালে, তৃতীয়বার ২০১৮ সালে এবং চতুর্থবার ২০২৩ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়। যা পরবর্তীতে ২০২২ সালে সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় শিশুশ্রম নিরসননীতি, জাতীয় শ্রমনীতি এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে শ্রম বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে আইনি বিষয়াদি অধিকরতর কল্যাণধর্মী ও শ্রমিকবান্ধব করা হয়েছে। শ্রমজীবী সমাজ যার সুফল ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছে। গৃহকর্মীদের জন্য 'সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫' প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ও প্রত্যক্ষভাবে চল্লিশ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী গার্মেন্টস-শিল্পকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শতভাগ সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্য এ মন্ত্রণালয় নানাবিধি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রয়াস আগামি দিনগুলোতে অধিক গতিশীলতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

সরকারের ১৫ বছরের সাফল্য প্রতিবেদনটি সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মো: এহছানে এলাহী)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

সাফল্যের অগ্রযাত্রায় ১৫ বছর ২০০৯–২০২৩

সূচিপত্র

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের সাফল্য	১৩
শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা	১৭
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে বছর ভিত্তিক আর্থিক সহায়তার চিত্র	১৮
কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার তথ্য	২০
শ্রমিকের কল্যাণ	২২
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৪
শ্রমিকের আবাসন সুবিধা	২৮
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	২৯
প্রশাসনিক ও শ্রম খাতের বিচারিক কাঠামোর উন্নয়ন	৩৯
শ্রম ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন	৩৯
আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সাথে সমন্বয়	৪১
বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশনসমূহ	৪৩
সামাজিক ন্যায়বিচার ও শোভন কাজে বাংলাদেশ এবং আইএলও-এর ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব	৪৫
করোনাকালে শ্রমিকের জন্য প্রণোদনা	৪৭
শ্রম খাতে সক্ষমতা উন্নয়ন	৪৭
শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম	৪৮
প্রশাসনিক ও শ্রম খাতের বিচারিক কাঠামোর উন্নয়ন	৪৯
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত কাজের তালিকা	৪৯
গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড	৫০
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৫০
শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	৫১
আলোকচিত্র ও পোস্টার	৫২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের সাফল্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার অধুনা রূপ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল হতে বহুমাত্রিক কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সাফল্যের অংশীদার হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে বিবর্তনের পরিক্রমায় বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কমার্স লেবার এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট পরবর্তীতে হেলথ, লেবার এন্ড সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নামে নামকরণ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর শ্রম ও সমাজ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৯৮০ সনে শ্রম ও শিল্পকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ১৯৮৭ সালে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের দেখভালের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০১ সালে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়।

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃংখল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকুল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নসহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)-এর সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজসমূহের অন্যতম।

বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-2021-এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, SDG-এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি পুনমূল্যায়ণ, নূন্যতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ২০২৩ পর্যন্ত ১৫ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নীতিসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন: শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ সরকার দেশ পরিচালনায় ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ পর্যায়ক্রমে ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে সংশোধনী আনয়ন করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে আরও সমন্বিত করা হয়েছে। এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন: ২০১৫ সালে শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় যা ২০২২ সালে সংশোধনী আনয়ন করে সময়োপযোগী করা হয়। ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি অনলাইনে করাসহ সহজীকরণ হয়েছে, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে লীঙ্গ সমতা, শ্রমিক সংগঠনে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শিশুকক্ষ প্রতিষ্ঠা, নারী শ্রমিকের কর্মঘন্টা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দেশে সকল শ্রমিকের জন্য কল্যাণমুখী একটি শ্রমবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন: দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সরকারের একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় শ্রমনীতি থাকা আবশ্যক। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বাধীন সরকার শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিল। সেই শ্রমনীতিতেই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পে শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষা এবং কল্যাণে প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৮০ সনেও একটি শ্রমনীতি ঘোষিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক শ্রমনীতি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ায় বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে বর্তমান সরকার জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ পুনর্মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন: দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হলেও আইনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে।

শিশুশ্রম নিরসননীতি ২০১০ প্রণয়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিশুশ্রম নিরসননীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সনের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩৯.৯৬ মিলিয়ন। তাদের মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন । শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১.৭৭ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.৩ মিলিয়ন। শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯০ সনে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং ২০০১ সনে আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন, ১৯৯৯) বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে শ্রমে নিয়োগ এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের কিশোরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন: বিশ্বায়নের যুগে দেশের শিল্পায়ন, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও বহিঃবাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন: বেসরকারি সড়ক পরিবহন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫ প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা না থাকায় এ আইনের সুফল শ্রমিকেরা পাচ্ছিলেন না। ফলে শ্রমিক কল্যাণধর্মী আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করেছে।

রপ্তানীমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত, ২০২২): বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাময়িক বা দীর্ঘ মেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে এ পর্যন্ত কর্মহীন ১০ হাজার ৮৩ জন শ্রমিককে সর্বমোট ১১ (কোটি) টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ অর্জন এবং সর্বোপরি ২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতির গতি বেগবান করাসহ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শোভন কর্মপরিবেশ ও টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আওতায় ২০২১ সালে ৮ ডিসেম্বর ০৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কলকারখানাকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২০' প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিস্তৃত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মসংস্থান পরিষেবা প্রদান করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিগুলির কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন: চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বন্দর দুটির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলুপ্ত করে ২০০৯ সনের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৮৫ নং ধারা সংশোধন করে প্রতি কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বন্দর দুটি পরিচালনায় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং সক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা

শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণের লক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সকল শ্রমিকের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ তহবিল থেকে চিকিৎসা, শিক্ষা ও মৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের ২৩ হাজার ৩৮৭ জনকে ১১১ কোটি ১৫ লক্ষ ৮ হাজার ৩৫৫ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দেশের গরিব/দুঃস্থ শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের কল্যাণ সাধনে এ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ তহবিলের বর্তমান স্থিতি ৯৪১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

মহান মে দিবস ২০১৮ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে শ্রমিকদের সন্তানের হাতে শিক্ষা সহায়তার চেক তুলে দেন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে বছর ভিত্তিক আর্থিক সহায়তার চিত্র

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারবর্গের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তথ্য নিম্নরূপ:

সাল	সুবিধাভোগী মোট শ্রমিক	মোট অনুদানের পরিমাণ
২০২২-২৩	৮১৫০ জন	৪৪,৮৩,৫০,০০০/-
২০২১-২২	২৬৪৫ জন	১৫,৩০,৬০,০০০/-
২০২০-২১	৩৮২৩ জন	১৩,০৫,০৫,০০০/-
২০১৯-২০	২২৬২ জন	৭,৪৬,৩০,০০০/-
২০১৮-১৯	৩৮৩০ জন	১৫,১৫,৬০,০০০/-
২০১৭-১৮	১৪০৭ জন	৭,১২,৩৫,০০০/-
২০১৬-১৭	৯২১ জন	৫,৫৩,৬৫,০০০/-
২০১৫-১৬	৩৭ জন	১৪,৬৫,০০০/-
২০১৪-১৫	৮৭ জন	১৭,৩০,০০০/-
২০১৩-১৪	৭০ জন	১২,৭৮,৩৫৫/-
২০১২-১৩	১৫৫ জন	১,১৯,৮০,০০০/-
সর্বমোট	**২৩৩৮৭ জন**	**১১,১১,৫৮,৩৫৫/-**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী এর সাথে Marico Bangladesh Limited-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এনডিসি-এর সাথে BSRM Group of Companies-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এঁর নির্দেশে চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডে নিহত স্বজনদের হাতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কেন্দ্রীয় তহবিল: শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়েছে। এ তহবিল থেকে-কারখানায় কর্মরত থাকাকালীন দূর্ঘটনা ও স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ, অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসাবে এ পর্যন্ত ২০ হাজার ৬ জন শ্রমিককে ১৯৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রয়ীয় তহবিলের বর্তমান স্থিতির পরিমাণ: ২৮০ কোটি ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৭৫ টাকা মাত্র।

কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার তথ্য

কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তার তথ্য–

সাল	সুবিধাভোগী মোট শ্রমিক	মোট অনুদানের পরিমাণ
২০২২-২৩	৮,৪৬৯ জন	৫২,৫৫,১৪,০০০/-
২০২১-২২	৩,৬৩২ জন	৩৮,৪৬,৬৯,০০০/-
২০২০-২১	২,৭৬৫ জন	২৩,৮৭,৮০,০০০/-
২০১৯-২০	১,৯২৭ জন	২৩,৪৯,৬০,০০০/-
২০১৮-১৯	১,৩৬১ জন	২০,৮৯,৬০,০০০/-
২০১৭-১৮	১,৮৫২ জন	৩৬,৬৯,৫০,০০০/-
সর্বমোট	**২০,০০৬ জন**	**১৯৫,৯৮,৩৩,০০০/-**

তাছাড়াও কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি পরিশোধ বাবদ ১০টি কারখানার শ্রমিকদের ২,৪২,৩০,৯৭২/- টাকা প্রদান এবং অগ্নিদূর্ঘটনার জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানের ১৩ জন শ্রমিকদের মোট ৩,২৫,০০০/- টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম: রপ্তানীমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে এ পর্যন্ত কর্মহীন ১০ হাজার ৮৩ জন শ্রমিককে সর্বমোট ১১ (কোটি) টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কর্মহীন শ্রমিকদের নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (EIS): তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনসুরেন্স স্কিম ২০২২ সালের ২১ জুন চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত আনুমানিক ৪০ লক্ষ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন বা মৃত্যুবরণ করেন তারা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। এ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ২৯ জন মৃত শ্রমিকের ওয়ারিশদের ৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪০ টাকা এবং আহত শ্রমিকদেরকে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০৪ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ৩৬ জন সুবিধাভোগীদের ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৪৪ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

Employment Injury Scheme Pilot Launching Event on June 21, 2022

শ্রমিকের কল্যাণ

নিম্নতম মজুরী নির্ধারণঃ বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী সরকারের নিম্নতম মজুরী বোর্ড কাজ করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের শ্রমঘন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরী পোশাক সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মূলমজুরী বিভিন্ন সময়ে নিম্নরূপ বৃদ্ধি করেছে:

সাল	ন্যূনতম মজুরী (টাকা)	বৃদ্ধির হার
২০০৬	১৬৬২.০০	-
২০১০	৩০০০.০০	৪৪.৬০%
২০১৩	৫৩০০.০০	৪৩.৪০%
২০১৮	৮০০০.০০	৫১%
২০২৩	১২৫০০.০০	৫৬.২৫%

উল্লেখ্য, মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জীবন-যাত্রার মান ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সুচকের ভিত্তিতে বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪২টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে গত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩ অক্টোবর পর্যন্ত) নিম্নোক্ত ৪০টি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি হার নির্রারণ/পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নম্বর	মজুরি নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত শিল্প সেক্টরের নাম	ক্রমিক নম্বর	মজুরি নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত শিল্প সেক্টরের নাম
১	আয়ুর্বেদিক কারখানা	২১	ফার্মাসিউটিক্যাল
২	আয়রণ ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	২২	টি প্যাকেটিং
৩	টি গার্ডেন	২৩	জাহাজ ভাঙ্গা
৪	ওয়েলমিলস এন্ড ভেজিটে বল প্রোডাক্টস	২৪	ট্যানারী
৫	প্রিন্টিং প্রেস	২৫	দর্জি কারখানা
৬	হোমিওপ্যাথ কারখানা	২৬	কটন টেক্সটাইল
৭	সল্টক্রাশিং	২৭	বেকারী, বিস্কুট ও কনফেকশনারি
৮	কোল্ড স্টোরেজ	২৮	অটো মোবাইল ওয়ার্কশপ
৯	ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত অদক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ শ্রমিক	২৯	এলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল
১০	ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল	৩০	গার্মেন্টস
১১	রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ	৩১	গ্যাস এন্ড সিলিকেট
১২	সিনেমা হল	৩২	প্লাস্টিক
১৩	ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ	৩৩	রি-রোলিং মিলস
১৪	জুট প্রেস এন্ড বেলিং	৩৪	ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন
১৫	স মিলস	৩৫	রাইসমিল
১৬	চিংড়ি	৩৬	চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা
১৭	মৎস্য শিকারি ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ	৩৭	নির্মাণ ও কাঠ
১৮	বিড়ি	৩৮	সিকিউরিটি সার্ভিস
১৯	বাংলাদেশ স্থল বন্দর	৩৯	হোসিয়ারী
২০	হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট	৪০	সোপ এন্ড কসমেটিকস

এছাড়া বর্তমান সরকার (১) আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, (২) সল্ট ক্রাশিং, (৩) আয়ুর্বেদিক কারখানা, (৪) ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, (৫) ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ, (৬) পেট্রোল পাম্প, (৭) সিরামিকস, (৮) সিমেন্ট কারখানা, (৯) সোপ এন্ড কসমেটিকস, (১০) কোল্ড স্টোরেজ, (১১) জুট প্রেস এন্ড বেলিং, (১২) বাংলাদেশ স্থল বন্দর, (১৩) গার্মেন্টস, (১৪) ট্যানারি ও (১৫) দর্জি কারখানা এই ১৫ (পনের)টি শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

চা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন: বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা চা শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিকগণের সঙ্গে বৈঠক করে গত ২৭ আগস্ট, ২০২২ তারিখে প্রতিদিনের মজুরি ১২০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকায় উন্নীত করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি গেজেট ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, মজুরি নির্ধারণের পাশাপাশি বার্ষিক ছুটি, বেতনসহ উৎসব ছুটি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি হয়েছে। ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা আনুপাতিক হারে বাড়বে। এ ছাড়া ভর্তুকি মূল্যে রেশন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসাসুবিধা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন, চা-শ্রমিকদের পোষ্যদের শিক্ষা বাবদ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ, গোচারণভূমি বাবদ ব্যয়, বিনামূল্যে বসতবাড়ি ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে দৈনিক মজুরি আর্থিক সুবিধা প্রায় ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা। কর্মরত চা শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মজুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত ০১-১০-২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধি: প্রত্যেক বেসরকারি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মূল মজুরির বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধির সুবিধা চালু করা হয়েছে। সম-কাজের জন্য সম-মজুরি নীতি অনুসরণ করা হয়। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরিতে কোন ধরনের ভিন্নতা নেই।

শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি: রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সাথে বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য বর্তমান সরকার ৩০ জুন, ২০১০ তারিখে বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নিত করেছে। এর ফলে শ্রমক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

টেলিমেডিসিন সেবা: শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবায় সার্বক্ষণিক টেলিমেডিসিন সেবা পেতে শ্রম অধিদপ্তরের আওতায় শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা এ্যাপস চালু রয়েছে।

শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কর্মরত নারী শ্রমিকের সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬৫২৪টি শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে।

সেইফটি কমিটি গঠন: ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কারখানায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৬৯৫০টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠি বীমা কার্যক্রম চালুকরণ: নির্মাণ ও মটরযান মেরামত সেক্টরে বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ কাজ করে। এসব শ্রমজীবি মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৫-এর নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্ণিত দু'টি সেক্টরের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী দু'টি আলাদা আলাদা গোষ্ঠি বীমা স্কীম চালু করা হয়েছে। এ গোষ্ঠি বীমা স্কীমে শ্রমিকের প্রিমিয়ামের সিংহভাগ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিক, মোটরযান মেকানিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা স্কীম চালু করার লক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্যরা

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প: দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা, উপজাতীয় শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মমূখী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম মানবসম্পদে রুপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং দেশের ০৩টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা।

০৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্রসহ আধুনিক সুবিধায় রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় একটি শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলায় ৬১০ জন মহিলা শ্রমজীবীদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা নির্মাণ করার মাধ্যমে শ্রমজীবি মহিলাদের জন্য সুষ্ঠু ও সামাজিক মান সম্মত আবাসিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র হতে প্রদানকৃত সেবাসমূহ যথা: স্বাস্থ্য, শ্রমিক প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও চিত্তবিনোদন সেবা মান আধুনিক ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৬৭.০৬ লক্ষ টাকা।

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.- ৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের ০৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৮০.৭২ লক্ষ টাকা। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম শ্রম প্রশাসন সংশ্লিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম বিভাগের বিদ্যমান সকল ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের নাসিরাবাদস্থ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনটি নিজস্ব প্রায় ০৩ একর জমির উপর ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.-৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চাষাড়ার ০৫ (পাঁচ) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে । এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৯১৩.৩৫ লক্ষ টাকা। দপ্তরটি নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলার আওতায় বিদ্যমান সকল ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের শিল্প সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণ, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় নিজস্ব ০.১৭ একর জমিতে দপ্তরটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.-৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়ার ০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭১.৩৩ লক্ষ টাকা। শ্রম অধিদপ্তরাধীন বগুড়া আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরটি বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান সকল ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের শিল্প সম্পর্কিত অধিকার সংরক্ষণ, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া বগুড়াস্থ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটির আওতাভুক্ত অঞ্চলের শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম যথাঃ স্বাস্থ্য/চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক ও শ্রমিক প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে থাকে। দপ্তর ০২টি বগুড়া শহরের চকসুত্রাপুরে নিজস্ব ২.২৮ একর জমিতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.-৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধার ০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৩.০৮ লক্ষ টাকা। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম যথাঃ স্বাস্থ্য/চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক ও শ্রমিক প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে থাকে। শ্রম অধিদপ্তরাধীন গাইবান্ধা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি নিজস্ব ১.৬৯ একর জমিতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.-৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রূপসার ০৪ (চার) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৬.০৫ লক্ষ টাকা। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি শহরের রূপসা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম যথাঃ স্বাস্থ্য/চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক ও শ্রমিক প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে থাকে। শ্রম অধিদপ্তরাধীন খুলনা রূপসাস্থ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি নিজস্ব ১.০০ একর জমিতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা, খুলনা

"শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি দপ্তর পুন:নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (মেয়াদ ০১/০৪/২০১৭ খ্রি.-৩০/১১/২০২১ খ্রি.) আওতায় পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙ্গে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলার ০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থাপনাটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা। শ্রম অধিদপ্তরাধীন বাগেরহাটে মংলাস্থ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি নিজস্ব ০.৩৩ একর জমিতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি শহরের মংলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম যথাঃ স্বাস্থ্য/চিকিৎসা সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক ও শ্রমিক প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে থাকে।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট

শ্রমিকের আবাসন সুবিধা

শ্রমজীবী মহিলাদের ডরমেটরী নির্মাণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের নির্দেশনা প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহিলা শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রায় ১৫৩০ জন শ্রমজীবী মহিলার আবাসন ব্যবস্থার জন্য বহুতল হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এছাড়া দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল কালুরঘাট, চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MOLE) কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১	প্রোমোটিং সোসিয়াল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
২	দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ০৩টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সার্বিক অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।	০১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩	নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্র সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	প্রকল্পটির প্রকল্পটির মাধ্যমে কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা নির্মাণ সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বসবাসরত মহিলা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।	০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪	রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টিভ একশন প্লান) বাস্তবায়ন প্রকল্প।	**গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম** • এই প্রকল্পের অধীনে, ৭৪৫টি আরএমজি কারখানায় ৪০,৭৯৪টি সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (CAPs) সংশোধন করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছিল।	গত জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
		• এই CAPগুলি হল কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির ত্রুটি/ অসঙ্গতির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যা বিপদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই বিপদগুলি একটি দুর্ঘটনা ঘটার মূল কারণ যা সম্পত্তির ক্ষতি এবং প্রাণহানীর কারণ হতে পারে। • প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হিসাবে, প্রকৌশলীরা কারখানাগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত CAPs বাস্তবায়ন করেছেন। ৭৪৫টি RMG কারখানায়, Consultant প্রদত্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা মোট ৬,৫৬৫টি মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছিল। মোট ১৬,২৮৩টি CAP সংশোধন করা হয়েছে Consultant নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা CAPs বাস্তবায়নের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ফলোআপের ফলে ২৫৪টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বা নতুন জায়েগায় স্থানান্তরিত হয়েছে। **জনজীবনে প্রভাব** • বর্ণিত প্রকল্পটির মাধ্যমে ৭৪৫টি আরএমজি কারখানায় ৪০,৭৯৪টি সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (Corrective Action Plan) সংশোধন করা হয়েছে। • এসব কারখানা ঝুঁকি নিরুপণ ও তদারকির জন্য ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং অনেক কারখানা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। কারখানাসমূহে দূর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।	
৫	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	**গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম** • ৫ একর জায়গায় ৪তলা বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন; • ৬তলা বিশিষ্ট একটি মহিলা ও একটি পুরুষ হোস্টেল; • ৬তলা বিশিষ্ট একটি অফিসারদের ডরমিটরি; • ৬তলা বিশিষ্ট দুইটি ফ্যামিলিকোয়ার্টার; • ৬তলা বিশিষ্ট ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য একটি ফ্যামিলিকোয়ার্টার; • ২তলা বিশিষ্ট মহাপরিচালকের বাংলো এবং	প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
		• ৩তলা বিশিষ্ট একটি ইন্সপেকশন বাংলো তৈরি; • একাডেমিক ভবনটিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাবসহ ক্লাসরুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; • ইন্সটিটিউট হতে পেশগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ৪২টি বিষয়ের উপরে কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে; • প্রতিটি হোস্টেলে একসাথে ৮০ জন হিসেবে মোট ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসিকভাবে অবস্থান করে ইন্সটিটিউট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে সক্ষম। **জনজীবনে প্রভাব** • পেশাগত ব্যধি নির্ণয়, রোগ সনাক্তকরণ এবং রোগ-ব্যধি সম্পর্কে গবেষণা করা সহজ ও কার্যকরী হবে; • শিল্প কারখানাসমূহের মালিক-শ্রমিকগণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে সচেতনতা তৈরি হবে; • শিল্প কারখানাসমূহে দূর্ঘটনার সংখ্যা কমে আসবে • বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে; • শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।	
৬	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়নাধীন ‘‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)’’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোপূর্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে ৩টি ফেইজে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন’ শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ২০০১-২০০৪ সালে ১০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০৫-২০০৯ সালে ৩০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ২০১০-২০১৪ সালে ৫০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ ১১২টি এনজিও	প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	
		কর্তৃক দেশের ১০টি এলাকার ১৪টি সিটি কর্পোরেশন/ পৌর এলাকা/উপজেলায় ১ লক্ষ শিশুকে ৬ মাসব্যাপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ১ জানুয়ারি ২০২২ হতে শুরু হয়ে ৩১ জুলাই ২০২২ এবং ৪ মাসব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১ আগস্ট ২০২২ থেকে শুরু হয়ে ৩০ নভেম্বর ২০২২ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিমাসে মাথাপিছু প্রত্যেককে বিকাশের মাধ্যমে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে ১০% প্রশিক্ষণার্থী অর্থাৎ ১০,০০০ (দশ হাজার) জনকে এককালীন সীডমানি হিসেবে প্রত্যেককে ১৩ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এসকল কাজের পাশাপাশি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি র‍্যালী, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে টিভিসি এবং ওভিসি প্রচার করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনে মন্ত্রণালয় হতে একটি মেগা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।	
৭	শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ মেয়াদে শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন বিষয়ক একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে যার ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পর্কিত প্রকল্পটি জুন/২৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পটির Dissemination Workshop সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পটি অক্টোবর ২০২২ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।
৮	তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	প্রকল্পটির মাধ্যমে RCC-কে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কারখানার নিরাপত্তা/সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার পাশাপাশি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জোরদার করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।	প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
৯	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ শীর্ষক প্রকল্প।	**গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম** উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৮৫টি রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ করা হয়েছে। **জনজীবনে প্রভাব** শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষে কারখানা কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তি সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি হয়েছে।	প্রকল্পটির জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১০	শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে অধিদপ্তরে উন্নিত হওয়ায় এর জনবল কাঠামো এবং সেবার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের কার্যকর ও দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।	এপ্রিল ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১১	শ্রম অধিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ০৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে ষাট দশকে নির্মিত জরাজীর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী শ্রম অধিদপ্তরাধীন ০৬টি অফিস ভবন (নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা, বগুড়া ও গাইবান্ধা) পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে অফিসমূহ স্ব-স্ব সেবা প্রদানে সক্ষম ও কার্যোপযোগী করা সম্ভব হয়েছে।	প্রকল্পটি ০১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১২	Setting Standards for Life Skills Training শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে জীবন দক্ষতা মান সংযুক্ত করার ফলে এ সেক্টরে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা এক দিকে যেমন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করেছে অন্যদিকে সফট্ স্কিলস্-এ দক্ষ হয়ে উৎপাদনশীল কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের জন্য তৈরি হয়েছে। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন, কর্মোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, দায়িত্বশীল ও ত্যাগী কর্মী তৈরি এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে ভূমিকা রাখেছে।	প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৭ জুন ২০১৯ মেয়াদে ইউএনএফপিএ এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৩	Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour (CLEAR) শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে ILO কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১৪	Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place শীর্ষক প্রকল্প।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের Sexual and Non Sexual harassment কমানো, মহিলা শ্রমিক/চাকুরিজীবীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও Violence against Women বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন ও মানবিক উভয় পর্যায়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধিপূর্বক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। **গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম** • কারখানা পর্যায়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ৪৭০ সংখ্যক অ্যাডভোকেসি ও মোটিভেশন সভার আয়োজন করা হয়েছে; • চা বাগান পর্যায়ে ১১৪ সংখ্যক অ্যাডভোকেসি ও মোটিভেশন সভার আয়োজন করা হয়েছে; • কারখানা পর্যায়ে চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা কারখানার শ্রমিকদের জন্য ২৫ নম্বর অ্যাডভোকেসি ও মোটিভেশন সভার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV) মোকাবেলা করার জন্য শিল্প পুলিশের জন্য ২টি অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়েছে। **জনজীবনে প্রভাব** • তৈরি পোশাক কারখানা পর্যায়ে ২৩,৫০০ জন ব্যক্তিকে কর্মক্ষেত্রে GBV এবং ক্ষতিকর আচরণ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে; • চা বাগান পর্যায়ে ৫,৭০০ জন শ্রমিককে SRHR প্রচার এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সচেতন করা হয়েছে; • চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা কারখানার ৩৯৬০ জন ব্যবস্থাপক এবং মালিক GBV এবং SRHR সম্পর্কে সচেতন হয়েছে; • ৮০ জন শিল্প পুলিশ, ২৫০ জন পরিদর্শক, MoLE এবং এর বিভাগের ৬৫ জন কর্মকর্তাকে GBV এবং SRHR সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে কর্মক্ষেত্র যৌন হয়রানি হ্রাস পেয়েছে এবং শ্রমিকগণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১৫	Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন; তৈরি পাশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনস্যুরেন্স স্কীম প্রবর্তন করেছে।	প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৬	Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে দশের ০৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১০,৮০০ জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত ১৫৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৪২ জন চাকুরিতে প্রবেশ করেছেন। সর্বশেষ প্রকল্পটি কর্তৃক ৯,০৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রকল্পটি ২০১২ থেকে ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৭	Changing Gender Norms of Garments Employs প্রকল্প।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক/ কর্মচারির জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিডলেভেল ম্যানেজমেন্ট-এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স ও ফার্মাসিস্টদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৮	৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্থার ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের আওতায় টঙ্গী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের মেরামত ও সংস্থার এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত মেরামত ও সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি, বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালীকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।	প্রকল্পটি গত জুলাই ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৯	Improving Labour Law Compliance and Building Sound Labour Practices in the Export Oriented Shrimp Sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির বাংলাদেশের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুশীলনে সরকার, শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।	প্রকল্পটি ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
২০	Promoting Fundamental Rights at Work and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির মাধ্যমে তৈরি পোষাক, চিংড়ী, জুতা ও চামড়া শিল্প মালিক এবং শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা সৃষ্টিপূর্বক মালিক শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন করা। শ্রম অধিদপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), শ্রম আদালত ও বেপজার কার্যক্রম সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।	প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।
২১	Strengthening of Compliance Level of Labour Laws Across the Shrimp Value Chain in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।	রপ্তানিমুখী চিংড়ি শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।	প্রকল্পটি জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়িতে হয়েছে।
২২	প্রোমোশন অব রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, রিপ্রোডাক্টিভ রাইট, জেন্ডার ইকোয়ালিটি এন্ড প্রিভেনশন অব এইচআইভি/এইডস ইনটি প্ল্যানটেশন কমিউনিটিজ শীর্ষক প্রকল্প।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের ৬২ (বাষট্টি)টি চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।	প্রকল্পটি ২০০৯ এর অব্যবহিত পূর্ব সময় হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।
২৩	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন।	**গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম** • প্রকল্পের মাধ্যমে ৯টি জেলায় (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। • মালিক, শ্রমিক ও পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সমগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব/প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
		জনজীবনে প্রভাব • প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল হয়েছে। • প্রশিক্ষণের ফলে মালিক, শ্রমিক ও পরিদর্শকদের মধ্যে শ্রম আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে শ্রমিক-মালিক সকলে তাদের নিজ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে। বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী হয়েছে।	
২৪	শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকেব রূপান্তর প্রকল্প।	শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে দক্ষ শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে চাহিদার আলোকে শ্রম শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে শোভন কর্মসংস্থানের সহায়তা, উদ্দোক্তা তৈরি ও জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির আলোকে প্রশিক্ষণ তৈরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০৫.০৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট ৮০% জিওবি ও ২০% ইউসেইফ কর্তৃক অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	প্রকল্পটির অনুকূলে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৫	বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রকল্প।	প্রকল্পটি মে ২০২২ হতে ৩১ এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে ৪৯০.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৪১৬.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় এবং ৪১৬.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৯২%।	প্রকল্পের সফটওয়্যার ডিজাইন অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জব পোর্টালের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি

ক্রমিক নং	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প	উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন/কার্যক্রম/জনজীবনে প্রভাব /প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
			সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রমিক/ সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের স্বচ্ছলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
২৬	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করা প্রকল্পটির মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.২০ লক্ষ টাকা এবং জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৩৪৪.৫২ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বও ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশাসনিক ও শ্রম খাতের বিচারিক কাঠামোর উন্নয়ন

প্রশাসনিক কাঠামো উন্নয়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে শ্রম সেক্টরে ০২টি পরিদপ্তরকে যথাক্রমে শ্রম অধিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে উন্নিত করে এর জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দেশব্যাপি মাঠপর্যায়ে নতুন আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে শ্রম আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ জোরদার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মোট জনবল ২০১৪ সালে ৩১৪ জন থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১১৫৬ জনে (প্রায় চার গুণ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর মধ্যে পরিদর্শকের ৭১১টি পদ রয়েছে। প্রধান পরিদর্শকের (উপসচিবের সমতূল্য) পদকে মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিবের সমতূল্য) পদে উন্নিত করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা জুড়ে ৩১টি জেলায় ৩১টি জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাঠপর্যায়ে অফিসের সংখ্যা চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭টি থেকে ৩১টি জেলা অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

শ্রম আদালত গঠন: শ্রম আইনের আলোকে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার অমীমাংসিত শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিচারিক কার্যাবলী দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্বের একটি শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের সাথে বর্তমান সরকার নতুন আরও ৬টি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে শ্রম আদালতের সংখ্যা ১৩টি।

শ্রম ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন

শ্রম সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন: শ্রমিকের দোরগোঁড়ায় শ্রম আইনের আওতায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এটুআই এর সহযোগিতায় মাই-গভ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ৭২টি সার্ভিস ডিজিটালাইজ করে সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ডিজিটাল সেবা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো:

শ্রমিকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সব শ্রমিকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরিকরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS)" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন এর ধারা ৫ অনুযায়ী নিয়োগকর্তাকে প্রতিটি শ্রমিকের কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান করা এবং বিনামূল্যে আইডি কার্ড প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ধারা ৬ অনুযায়ী নিয়োগকর্তাদের নিয়োগকৃত প্রতিটি শ্রমিকের জন্য পরিষেবা বই (Worker Service Book) সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক সনাক্তকরণ নম্বরসহ শ্রমিকদের আইডি কার্ড প্রদান করা ও কর্মী পরিষেবা বই ডিজিটালাইজড করা হবে। এতে বিভিন্ন ধরণের সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রমিক চিহ্নিতকরণসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ সহজ হবে।

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) সিস্টেম বাস্তবায়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, শ্রমিক/মালিকদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, কলকারখানার সেইফটি কমিটির তথ্য গ্রহণ, দুর্ঘটনার প্রতিবেদন গ্রহণ, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লেআউট অনুমোদন এবং লাইসেন্স ও নবায়নের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, গতিশীলতা আনয়ন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করার জন্য অনলাইনভিত্তিক "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা)" চালু রয়েছে। ফলে সেবা সহজীকরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান এবং দেশের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্নকরণ: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত তথ্য সহজে প্রাপ্তিযোগ্য করতে পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ চালু করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রমিক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি): এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রমিকদের জন্য সম্পূর্ণ টোল ফ্রি হেল্প লাইন নং-১৬৩৫৭ চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শ্রমিকদের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হেল্পলাইনের মাধ্যমে মোট ১৩০৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ১২১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। হেল্পলাইনে বেতন/মজুরি পাওনাদি, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, অন্যায়ভাবে বরখাস্ত, সার্ভিস বেনিফিট, কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে বিরোধ, কর্মঘণ্টা, ছুটিসহ শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ও অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

শ্রম সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জানাতে টোল ফ্রি হেল্প লাইন উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (৩১ জানুয়ারি, ২০১৯)

আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সাথে সমন্বয়

আইএলও সংক্রান্ত: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সনের ২২ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। একই দিনে বাংলাদেশ আইএলও'র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি একটি বিরল ঘটনা এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য অঙ্গীকার। সর্বপ্রথম ০৭-২৭ জুন, ১৯৭২ সময়ে অনুষ্ঠিত ৫৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বাংলাদেশের ত্রিপক্ষীয় (শ্রমিক, মালিক ও সরকার) অংশগ্রহণ করে। জাতির পিতার ঐকান্তিক আগ্রহে ১৯৭৩ সনের ২৫ জুন, ঢাকায় আইএলও'র অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইএলও'র কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সদস্য পদ লাভ করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮, ২০০১ ও ২০২২ সালে আরও ৩টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। বাংলাদেশ এ যাবৎ আইএলও'র ১০টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে ৮টি কনভেনশন ০১টি প্রটোকল অনুসমর্থন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেনেভায় প্যালাইস দেস নেশনসে ILO'র
ডিরেক্টর জেনারেল Gilbert F. Houngbo-এঁর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন (১৪ জুন ২০২৩)

মাননয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেনেভায় প্যালাইসে দেস নেশনসে 'ওয়ান্ড অফ ওয়ার্ক সামিট ২০২৩'-এর প্লেনারি সেশনে ভাষণ দেন (১৪ জুন, ২০২৩)

ILO Director-General Guy Ryder meets Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, 2016

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত কনভেনশনসমূহ

Conv.No.	Subjects	Date of Ratification
A	**Fundamental Conventions:**	
29.	Forced Labour Convention, 1930	22.06.1972
105.	Abolition of Forced Labour Convention , 1957	22.06.1972
87.	Freedom of Association & Protection of the Right to Organize	22.06.1972
	Convention,1948	22.06.1972
98.	Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949.	28.01.1998
100.	Equal Remuneration Convention , 1951	22.06.1972
111.	Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958	12.03.2001
182.	Worst Forms of Child Labour Convention , 1999	22.03.2022
138.	Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)	
B	**Governance Convention:**	
81.	Labour Inspection Convention, 1947.	22.06.1972
144.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention,1976.	17.04.1979
C	**Technical Conventions:**	
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
4.	Night Work(Women) Convention, 1919	22.06.1972
6.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
11.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921	22.06.1972
14.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919	22.06.1972
15.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921	22.06.1972
16.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921	22.06.1972
18.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	22.06.1972
19.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925	22.06.1972

21.	Inspection of Emigrants Convention, 1926	22.06.1972
22.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926	22.06.1972
27.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels)	22.06.1972
	Convention, 1929	22.06.1972
32.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932	22.06.1972
45.	Underground work (women) Convention, 1935	22.06.1972
59.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937	22.06.1972
80.	Final Articles Revision Convention, 1946.	22.06.1972
89.	Night Work(Women) convention (revised) 1948.	22.06.1972
90.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised)	22.06.1972
	Convention, 1948.	
96.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised) 1949	22.06.1972
106.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957.	22.06.1972
107.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957.	22.06.1972
116.	Final Articles Revision Convention, 1961	22.06.1972
118.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962	22.06.1972
149.	Nursing Personnel Convention, 1977.	17.04.1979
185	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003	28.04.2014
186	MLC-Maritime Labour Convention, 2006	06.11.2014
P29	Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930	20.1.2022
	(Adopted in 2014)	

সামাজিক ন্যায়বিচার ও শোভন কাজে বাংলাদেশ এবং আইএলও-এর ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen and ILO Assistant Director-General and Regional Director for Asia and the Pacific Chihoko Asada-Miyakawa with other participants at the seminar. © ILO

৩৪৭তম আইএলও গভর্নিং বডি মিটিং-এ বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন–
জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

LLC এর ৯৯তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন

আইএলও এর ৯৮তম সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ও সচিব জনাব মোঃ নূরুল হক

করোনাকালে শ্রমিকের জন্য প্রণোদনা

বর্তমান সরকার শ্রমিকসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব কমানোর জন্য ৩১ দফা নির্দেশনা জারি করেন। একটি পুনরুদ্ধার প্যাকেজ হিসাবে ১২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন মার্কিন ডলার শ্রমিকদের বেতনের জন্য নির্ধারিত ছিল।

- কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রভাবে সৃষ্ট শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২৩টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আইএলও'র সহায়তায় "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে উপমহাপরিদর্শকদের স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন: সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম) গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উৎপাদনের চাকা সচল রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের অধিকাংশ কালকারখানা চালু রাখা হয়; দেশের অধিকাংশ কারখানার শ্রমিকদের বেতনভাতা সময় মত পরিশোধ করা হয়; কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে শ্রমিক-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকলেও অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিক-ছাঁটাই থেকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শিল্প কলকারখানায় এ সংক্রান্ত সমস্যা উত্থিত হলে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে নিপাক্ষিক উদ্যোগে শ্রমিক-ছাঁটাই সমস্যার সমাধান করা হয়। ফলে দেশের অধিকাংশ কারখানা শ্রম অসন্তোষ থেকে রক্ষা পায়।

শ্রম খাতে সক্ষমতা উন্নয়ন

- শ্রম আইন মতে শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তর এর অধীনস্থ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রচলিত শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদী) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত ০৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও গাইবান্ধা) ১০,৮০০ (দশ হাজার আটশত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান উপযোগী করা হয়। প্রকল্পটি ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৯২৫ জন চাকুরীতে প্রবেশ করেছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHRTI)-এর নির্মাণ কাজ চলছে। এই ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালে শেষ হবে। আন্তর্জাতিক মানের এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজতর হবে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHRTI), রাজশাহী

শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম

কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। এই কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে সকল মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনের মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। ২২ মার্চ ২০২২ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও মহাপরিচালক গাই রাইডারের হাতে তুলে দেন। বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছায় ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা, রেশম খাত থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। আইএলও'র সদর দপ্তরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও'র মহাপরিচালকের হাতে তুলে দেন (২২ মার্চ, ২০২২)

প্রশাসনিক ও শ্রম খাতের বিচারিক কাঠামোর উন্নয়ন

- বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে;
- শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় গঠিত 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল', বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল', 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' ও 'উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে;
- ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ মেয়াদে ২৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে চিহ্নিত কাজের তালিকা

ক্রম	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র
১	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি।
২	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ-এর কাজ।
৩	ব্যাটারি রি-চার্জিং।
৪	বিড়ি ও সিগারেট তৈরি।
৫	ইট বা পাথর ভাঙ্গা।
৬	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিনে কাজ।
৭	কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য তৈরি।
৮	ম্যাচ তৈরি।
৯	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি।
১০	লবণ শোধন।
১১	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরি।
১২	স্টিল ফার্নিচার, গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রং করণ।
১৩	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি।
১৪	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নারে কাজ।
১৫	কাপড়ের রং ও ব্লিচকরণ।

ক্রম	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র
১৬	জাহাজ ভাঙার কাজ।
১৭	চামড়ার জুতা তৈরি।
১৮	ভলকানাইজিং এর কাজ।
১৯	মেটালের কাজ।
২০	জিআই শিট, চুনাপাথর বা চক সামগ্রী তৈরি।
২১	স্পিরিট ও এলকোহল প্রক্রিয়াকরণ।
২২	জর্দা, তামাক ও কুইবাম তৈরি।
২৩	কীটনাশক তৈরি।
২৪	স্টিল, ধাতু ও লোহা তৈরি।
২৫	আতশবাজী তৈরি।
২৬	স্বর্ণালংকার বা কৃত্রিম অলংকার তৈরি।
২৭	ট্রাক, টেম্পো বা বাসে হেল্পারের কাজ।
২৮	স্টেইনলেস স্টিলের দ্রব্য তৈরি।
২৯	ববিন ফ্যাক্টরিতে কাজ।

ক্রম	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র
৩০	তাঁতের কাজ।
৩১	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ।
৩২	বিস্কুট বা বেকারি কারখানায় কাজ।
৩৩	সিরামিক কারখানায় কাজ।
৩৪	নির্মাণ কাজ।
৩৫	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ।
৩৬	কসাই এর কাজ।
৩৭	কামারের কাজ।
৩৮	শুটকি উৎপাদনের কাজ।
৩৯	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ।
৪০	অনানুষ্ঠানিক পথভিত্তিক কাজ।
৪১	ইট উৎপাদন, সংগ্রহ ও বহন বা পাথর সংগ্রহ ও বহনের কাজ।
৪২	অনানুষ্ঠানিক/স্থানীয় দর্জি এবং পোশাক খাতের কাজ।
৪৩	আবর্জনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ অর্জন এবং সর্বোপরি ২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতির গতি বেগবান করাসহ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শোভন কর্মপরিবেশ ও টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে ১০টি পোশাক কারখানাকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রদান করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পোশাক কারখানাসহ ও অন্যান্য সেক্টরের মোট ২৪টি কারখানাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে ০৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কলকারখানাকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২০' প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩০টি কলকারখানাকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২০' প্রদান করে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ এহছানে এলাহী-এর সঙ্গে অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ (৮.১২.২০২১)

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

- **অধিদপ্তর গঠন:** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিস্তৃত কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মসংস্থান পরিষেবা প্রদান করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিগুলির কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **বেকারত্ব দুর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রুপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মহীন বেকার যুবক যুবতীদের বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মসংস্থানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে প্রায় ৯০০ জন বেকার যুবক যুবতীর ০৩ (তিন) মাসের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ০১ অক্টোবর ২০২৩ হতে শুরু হয়েছে। তাছাড়া দেশে একটি জাতীয় পর্যায়ের শ্রম ইনস্টিটিউট বিনির্মানের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার টঙ্গীস্থ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের নিজস্ব জমিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শ্রম ইনস্টিটিউট (BNLI) নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম

গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন: গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে ৫টি সভায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত কমিটি পোশাক শিল্পে ভবন ও অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ক এবং তৈরি পোশাক শিল্পের সম্প্রাসরণ ও সহজীকরণ বিষয়ক দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ফলে গার্মেন্টস সেক্টরের অগ্রগতির অন্তরায়সমূহ নিরসন করে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হচ্ছে।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি কোন শ্রমঘন এলাকায় বা কোন কারখানায় শ্রম অসন্তোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার আগে বা পরে উক্ত এলাকার কারখানার মালিক, শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিকদের সমন্বয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করে থাকে। এছাড়াও আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন: ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে ২, ২ ও ৩টি করে এবং চট্টগ্রাম ও নরসিংদী জেলায় ১টি করে মোট ৯টি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির স্থানীয় এলাকায় কোন শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অসন্তোষ নিরসন করে থাকে।

যানজট নিরসন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গৃহীত কার্যক্রম: যানজট নিরসনে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কৌশল হিসেবে ঢাকা মহানগরীর দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সাপ্তাহিক ছুটির জন্য এলাকাভিত্তিক পৃথক পৃথক দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যানজট এবং বিদ্যুৎ সমস্যায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার সকল দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল ও বিপনীবিতানসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সময় সন্ধ্যে ৮.০০ টায় নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

আলোকচিত্রে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৫ বছরের অভিযাত্রা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১লা জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্ণার-এর শুভ উদ্বোধন

মহান মে দিবস ২০১১ উদযাপন অনুষ্ঠানে মে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মহান মে দিবস ২০১২ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মহান মে দিবস ২০১২ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও অন্যান্যরা

মহান মে দিবস ২০১৩ উদযাপন অনুষ্ঠানে রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে
দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন

তাজরীন ফ্যাশন লিঃ এ অগ্নীকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান শেষে
শোকগ্রস্থ পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গার্মেন্টস সেক্টরের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে আইএলও ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও
শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, এমপি

তাজরীন ফ্যাশন লিঃ এ অগ্নীকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন
জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নরত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী শিশুদেরকে পুরস্কৃত করছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আতাহারুল ইসলাম

শিশু সম্পর্কিত কোর্স-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শন (১৬/০২/২০১৪)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহান মে দিবস ২০১৮ উপলক্ষে চেক বিতরণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিরডাপ মিলনায়তনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ ২০২১ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৯

শতভাগ রপ্তানী শিল্পে শ্রমিকদের কল্যাণে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বিজিএমইএ এবং বিকেএমএকে গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যুবীমা দাবী বাবদ এবং আপদকালীন সহায়তা হিসেবে ৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা প্রদান

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা আয়োজিত অসহায় শ্রমিকদের মাঝে চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কে, এম আব্দুস সালাম

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় আয়োজিত অসহায় শ্রমিকদের মাঝে চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

মহান মে দিবস উদযাপন ২০১২

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৩ উদযাপন

মহান মে দিবস ২০২৩ উদযাপন

মহান মে দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মান্যবর রাষ্ট্রদূত-এঁর সৌজন্য সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি-এর সাথে
Uniliver Bangladesh-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ এবং
শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধিন কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বিজিএমইএ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানার
৯১ জন শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা হিসেবে ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে

আইএলও এর ৩৪৭তম গভর্নিং বডির সভায় বক্তব্য প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

আইএলও-এর ৩৪৬তম গভর্নিং বডির সভায় বক্তব্য প্রদান করেন
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এবং
সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম-এর সাথে আইএলও-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডেনিস অ্যাম্বাসেডর এবং
জার্মান উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ২৮-০১-২০২১ তারিখ শ্রম
ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রম ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম,
আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং আগত অতিথিবৃন্দ

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ১২ জুন ২০২১

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দের পক্ষ হতে
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর

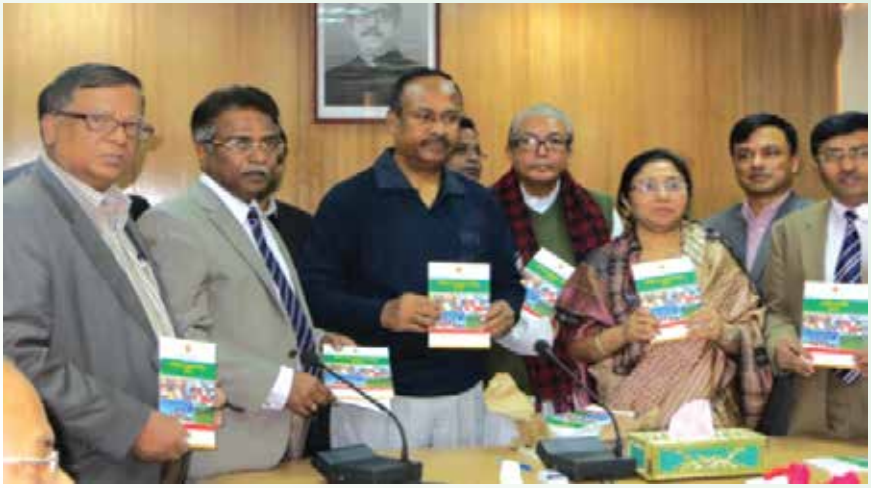

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২-এর মোড়ক উন্মোচোন করেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক

"Establish pilot processes to classify cases in consultation with the Judges of the Labour Courts with a view to addressing case backlogs" শীর্ষক কর্মশালা

বর্তমান সরকারের ইশতেহার বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা

ন্যাশনাল কনফারেন্স অন স্কিলস এন্ড ফিউচার অব ওয়ার্ক

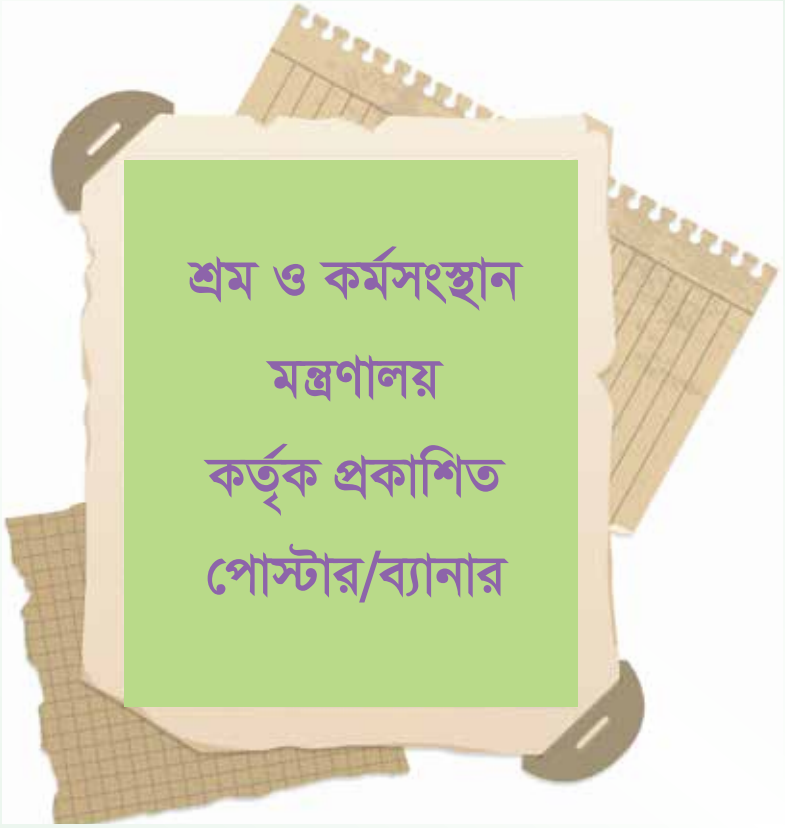
শ্রম ও কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালয়
কর্তৃক প্রকাশিত
পোস্টার/ব্যানার

২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ

২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি
দিবস-২০২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি
দিবস-২০২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি
দিবস-২০২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ

২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
Canada

নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

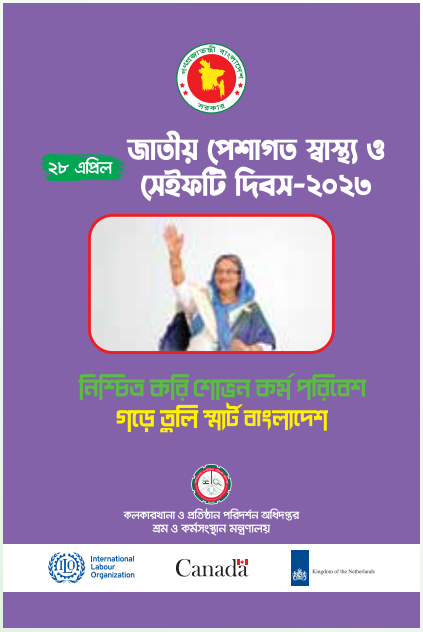

২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
"শ্রমিকদের সম্মান দিয়ে কথা বলুন, তাদের পরিশ্রমে আমার আপনার বেতন হয়।"
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও
সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও
সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি
শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি
স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ এপ্রিল
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও
সেইফটি দিবস-২০২৩
নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩

নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩

"শ্রমিকদের সম্মান দিয়ে কথা বলুন, তাদের পরিশ্রমে আমার আপনার বেতন হয়।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩

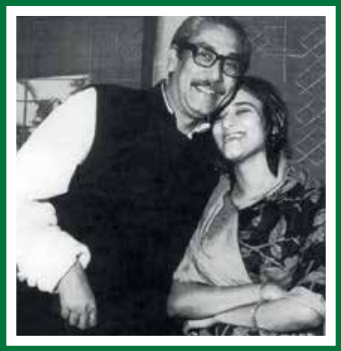

নিশ্চিত করি শোভন কর্ম পরিবেশ গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands

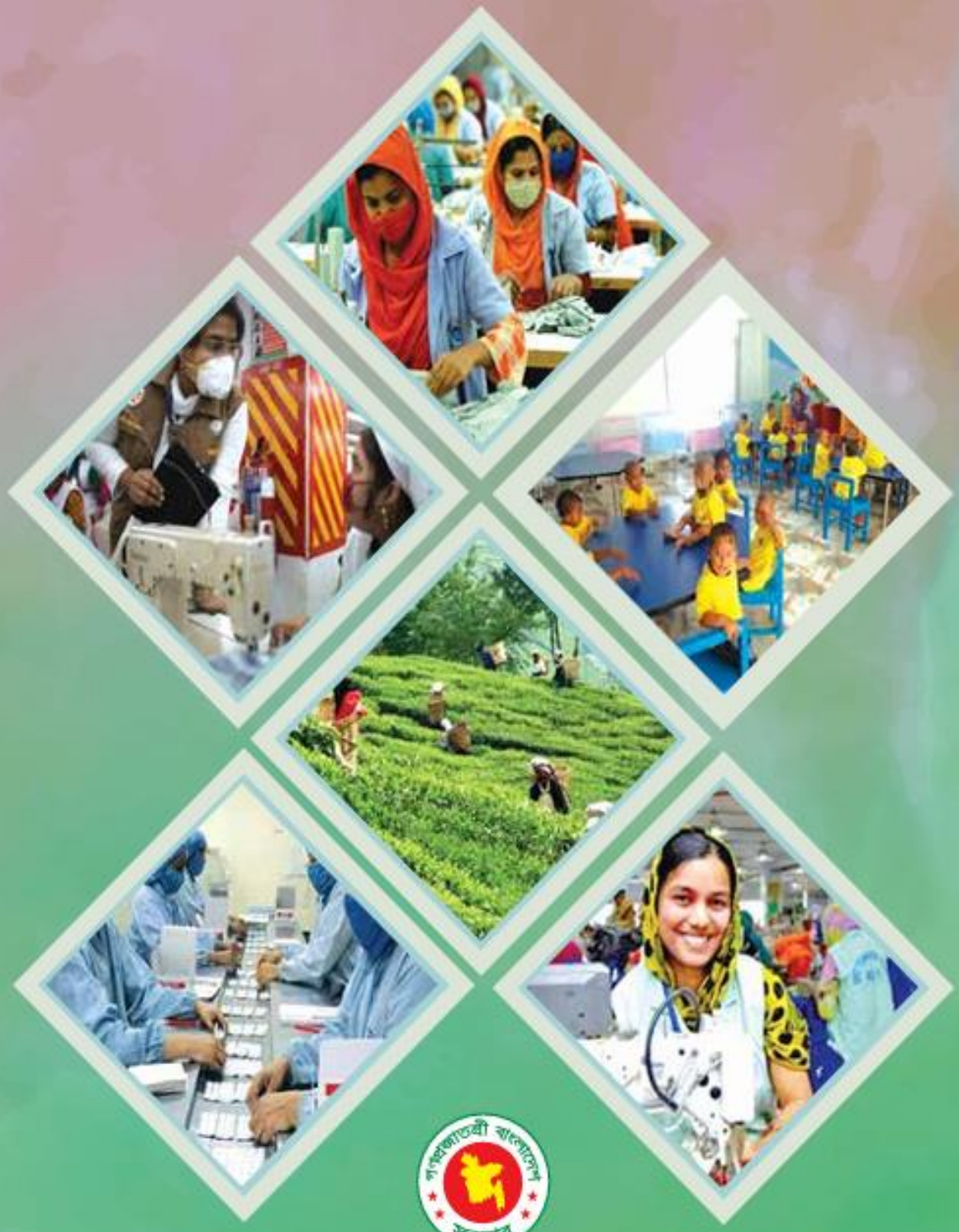

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্যের অগ্রযাত্রায় ১৫ বছর ২০০৯-২০২৩ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়